بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিশ্ববাসীর প্রতি সতর্কবার্তা

ফিলিস্তিনি মাজলুমদের পক্ষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে, বিতাড়িত শয়তান থেকে যা জিন জাতির মধ্য হতে এবং মানবজাতির মধ্য হতে।

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! সকল প্রশংসা শুধু মাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্যই আলহামদুলিল্লাহ।
এই প্রশংসা করতে গিয়ে আদম আলাইহিস-সালাম কে জিন শয়তানের মহা চক্রান্তের ফাঁদে আক্রান্ত হয়ে জান্নাত হতে পৃথিবীতে আসতে হয়। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ধন্য হন। এই সেই শয়তান

যার কারণে নূহ আলাইহিস-সালাম নৌকা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সেই শয়তান নমরুদ, যার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস-সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এই সেই শয়তান জুলেখা, যার কারণে ইউসুফ আলাইহিস-সালাম নয় বছর কারাবন্দি জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সেই শয়তান ইহুদি, যাদের কারণে ঈসা আলাইহিস-সালামকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিলো।

এই সেই পৈত্যলিক শয়তান, যার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন বৎসর শিহাবে আবু তালেবে বয়কটময় জীবন যাপন করতে হয়েছে। এরাই সেসকল শয়তানরূপী ইয়াহুদি, পৈত্তলিক, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং আধুনিক নাৎসি জোট যাদের দ্বারা ফিলিস্তিনবাসী বর্বরতার শিকার হচ্ছেন। শয়তান বরাবরই পরাজিত হয়েছে, এবারও পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ। ফিলিস্তিনের পক্ষে থাকা পৃথিবীবাসীর অঙ্গীকার এই হওয়া উচিত যে "আমরা একজন ফিলিস্তিনি হত্যার বদলা তোমাদের ৭০ জন হত্যা করবই"। তাই তারা যেভাবে তোমাদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তোমরাও তাদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দাও যেন ভীরুরা কাপুরুষরা তা প্রতক্ষ করে।

তাই ফিলিস্তিনের পক্ষের শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছি। তোমরা ইহুদি জোটের সকল স্থাপনা গুড়িয়ে দাও। স্ব স্ব স্থান থেকে যে যেখানে পারো। তোমাদের উন্মুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

হে শয়তানেরা আমরা এই শতকেই তোমাদের বাড়ি ঘরগুলো গুঁড়িয়ে দেব। তোমাদের সঙ্গে আর কোন চুক্তি নেই, তোমরা বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছ।

বনি আদমের প্রতি সতর্কবার্তাঃ

ইউরোপিয়ানরা/ব্রিটিশরা তাদের পতিতালয়কে (ইসরায়েল) আরবের প্রাণকেন্দ্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই
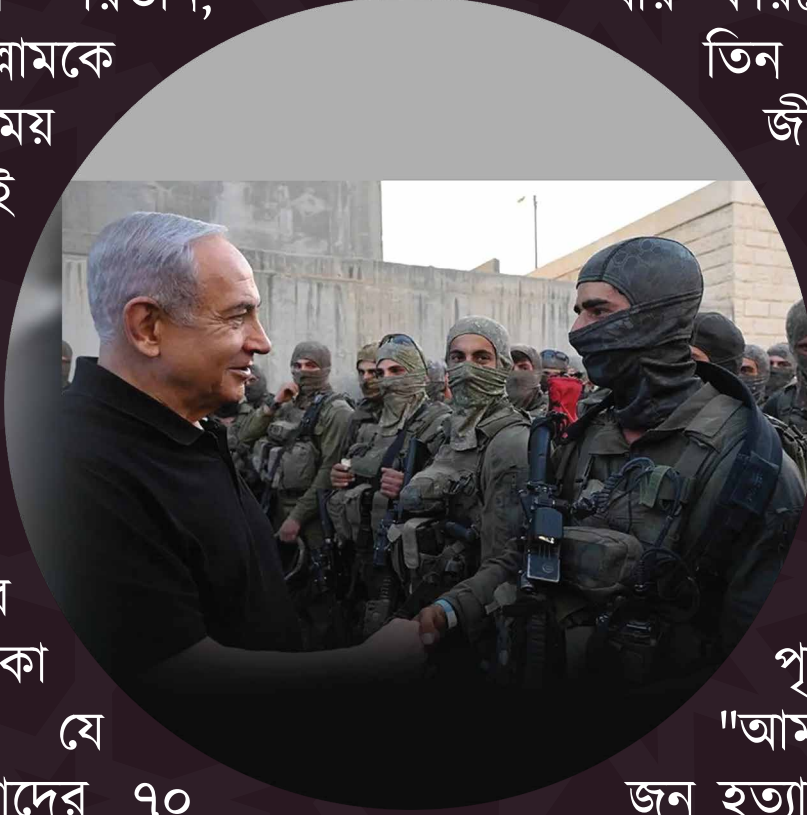
শয়তানের সংঘ (জাতি সংঘ) জন্ম দিয়েছিল। সেখানেই মানবাধিকারের নামে সমকামিতা, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে ইসলাম ধ্বংসের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এই পতিতালয়ের সন্তানদের আবাসস্থল আমেরিকা। যেখানের আদিবাসী ছিল আফ্রিকান কালো মানুষগুলো, তাদের ভূমিগুলো এই ভূমিদস্যুরা দখল করে তাদের নিঃশেষ করে দিয়েছে প্রায়। তাই এই দুই স্থানের পতিতা ও পতিতার সন্তানেরা সর্বোচ্চ বর্বর ও অত্যাচারি, জবরদখলকারী, ভূমিদস্যু, লুটেরা এবং সন্ত্রাসী। যা গোটা পৃথিবী সত্তর বছর ধরে প্রত্যক্ষ করছে। এদেরই শিষ্য হলো ভারত সরকার, যারা একই কায়দায় হিন্দুস্তানের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গুলোতে পতিতালয় স্থাপন করেছে।
যেমনঃ নয়াগ, ধার ঘাট, রেতলাম, নিমোজ, জাবরা, বানেশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য স্থানে পতিতালয় স্থাপন করে। বিদ্রোহ এই পতিতারা (RSS) সপরিবারে পতিতা বৃত্তিতে লিপ্ত পশ্চিমাদের দেখানো পথে চলছে। এরা আইডল হিসাবে গ্রহণ করেছে চাইনিজ, মিয়ানমানের বৌদ্ধ আর ইহুদিদেরকে।

আমরা স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিচ্ছিঃ

সমস্ত পশ্চিমা ও পূর্বের বর্বর জাতিকে একবার মুসলিমদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ জুলকারনাইন তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তারপর ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে আবার তোমরা বর্বরতার নিম্নস্তরে নেমে গেছো, যা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করছে।
তাই ফিলিস্তিনের মাজলুমদের পক্ষ অবলম্বন কারীদের এবং মুসলিমদের আমরা আবার সতর্ক করছি, এবার তারা হয়তোবা আর ক্ষমা পাবেনা (আমরা তোমাদের তিনবার ক্ষমা করেছি ১। জুলকারনাইন! ২। মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ৩। আফগান তালেবান)। এটি চতুর্থ বার যা তোমরা পৃথিবীকে দেখাচ্ছো। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সর্বনিম্ন স্থলগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছো তাই আর কিছুই বাকী

নেই। সময় থাকতেই শুধরে যাও, ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী চার চার মাস সুযোগ দেওয়া হল শুধরে যাও এরপর মনে রেখো তোমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবেনা। নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে তোমাদের উপর ক্ষমাহীনভাবে!

মুনাফিকদেরকে সতর্ক করছিঃ

হে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা ও নেতাবর্গ তোমরাও ইসলামের পক্ষে চলে এসো। ইউরোপ-আমেরিকা, হিন্দুস্তান ও অস্ট্রেলিয়াকে এক ঘরে করে দাও। তারা লুটেরার দল, সন্ত্রাসী তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। গড়ে তুলো ইসলামী বলয় যা কখনো ভাংবার নয়। যদি অন্যথা কর তাহলে জেনে রাখো তোমরা মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে তাই আমরা তোমাদের ঘরে ঢুকে তোমাদের হত্যা করবো ইনশা আল্লাহুল আজিজ।

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবানঃ

কাফেরেরা আপনাদের নির্মূল করতে পারবে না কারণ আল্লাহর ওয়াদা আছে আপনাদের পক্ষে অতএব আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে নিকটবর্তী কুফফার প্রধানকে হত্যা করুন। তারপর পর্যায়ক্রমে নিচের দিকে যাবেন। তারা যদি আত্মসমর্পণ বা আল্লাহর কাছে তওবা করে, আমাদের সাথে সালাত কায়েম করে, আমাদের কাছে যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দিবেন, তখন তারা আপনাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে।

এই নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই নিজ অঞ্চলের হক আলেমের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে

হালাকা চালু করুন এবং ইসলামী সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই কিতাল চালিয়ে যান। আপনাদেরই বিজয় হবে, আপনারাই বিজয়ী হবেন ইনশা আল্লাহ। ওরা প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আমরা সেই আগুনেই মুশফিক, কাফের, মুরতাদদ্বীন দেরকে পুড়ে ছাই করে বিশ্ব উড়িয়ে দেব ইনশা আল্লাহ।

তাই যে যেখানে আছেন নিকটস্থ কুফফারদের ইমারতগুলোকে ধুলায় মিশিয়ে দিন। যাতে করে তারা ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের দুঃখের ভাগ আস্বাদন করতে পারে। এটাই তাদের প্রতিদান আমাদের পক্ষ থেকে।

আল্লাহ বলেন, সূরা আত-তাওবাহ্ (التوبة), আয়াত: ৯:৩৬

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

অর্থঃ আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।

নিরীহ নারী শিশু বৃদ্ধ ঘরে থাকা সত্ত্বেও তারা বিমান হামলা করে গুড়িয়ে দিয়েছে, হত্যা করেছে অগণিত মানুষ। তাই এবার একই পরিণতি তারাও দেখুক এবং উপভোগ করুক। জেনে রাখুন, তারা নিশ্চিত কাপুরুষ। আল্লাহর কসম তারা সামনাসামনি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস রাখেনা, তাই বেসামরিক সাধারণ মানুষের উপর বোমা ফেলে পালিয়ে যায়, যা বর্বরোচিত কাপুরুষতা বৈ কিছুই নয়। আর এসকল হত্যাযজ্ঞের মূল হোতা হলো

আমেরিকা। তাই চলো হে বনি আদম আমরা আমেরিকা দখল করে নেই, নতুবা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তাকে মুছে দেই। তাহলেই পৃথিবী স্থিতিশীল ও শান্তিময় হবে বা থাকবে ইনশা আল্লাহ। বরাবরের মত আমরাই বিশ্ব শান্তির প্রতিক।

হে মুসলিম উম্মাহ! হে বনি আদম, তোমরা নিজ নিজ স্থান থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর করো খিলাফা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত।

ফিলিস্তিনি মাজলুমদের পক্ষে থাকা সুসভ্য পৃথিবীবাসীর প্রতি এক সতর্কবার্তাঃ

হে ইহুদি সম্প্রদায় তোমরা সন্ত্রাসী জায়ানবাদীদের থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা দাও, যে জায়ানবাদী সন্ত্রাসীদের যেখানে পাবো সেখানেই হত্যা করবো। অন্যথায় গোটা ইয়াহুদী সম্প্রদায় হত্যার শিকার হবে। (যদিও মুসলিমরা তা চায় না)।

দ্বিতীয় সতর্কবার্তা হলো: হে আমেরিকাবাসী বাইডেন স্বশিক্ষিত সন্ত্রাসী জায়ানিস্ট, তাকে রাষ্ট্রীয় ও দলীয় পদ থেকে দ্রুত অপসারণ করো। সন্ত্রাসী বাইডেন দ্বারা বিশ্বপরিচালনা বন্ধ করো, অন্যথা করিলে আমরা সারা পৃথিবীর মার্কিন স্বার্থগুলোতে ও তাদের নাগরিকদেরকে নিশানা বানাবো এবং আমেরিকাকে বিশ্ব মানচিত্র হতে মুছে দেব।

তৃতীয় সতর্কবার্তা হলো: ইসরাইলকে সমর্থনকারী বিশ্বমানবতার শত্রু, ছয় রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসী তালিকায় এনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করো। তারপর বিশ্ব মানবতার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হবে বর্তমান ইসরাইল ও ফিলিস্তিন ভূমি । ইসরাইল বিলুপ্ত করে বনি আদম নামে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেখান থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করা হবে আর জাতিসংঘ হবে বিলুপ্ত। এই নাৎসিবাদের আধুনিক সংস্করণগুলো হলো আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি, ব্রিটেন ও ভারত। তাদের এই জোটের যুদ্ধক্ষেত্র হলো ইসরাইল।

এদেরকে বয়কট করে অবরোধ দিয়ে সার্বক্ষণিক সকল প্রকার যুদ্ধ করে পরাজিত করবোই ইনশাআল্লাহ। পরে ইনসাফের সাথে ক্ষমা করে সুসভ্য বনি আদমের সাথে চলার নীতি শিক্ষা দিতে আমাদের এই যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। পৃথিবী আর কখনো

যেন নাৎসিবাদের আধুনিক নতুন পোশাক ধারীদেরকে না দেখে তা নিশ্চিত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তাই ছয় রাষ্ট্র বাদ দিয়ে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতেই আহ্বান জানাচ্ছি। (রাশিয়া-চীন-গোটা আরব অর্থাৎ গোটা পৃথিবী এক হও আমরা আপনাদের সাথে আছি। তবে জেনে রাখো-তোমরাও যদি অন্যথা কর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আর আমরা তা করে দেখাবোই দীর্ঘ অঙ্গীকার করছি ইনশাআল্লাহুল আজিজ।)

তাই বিশ্ব সামরিকগোষ্ঠির প্রতি বার্তা হলো: আপনারা যদি সুসভ্য ও বিশ্ব মানবতার রক্ষাকবচ হয়ে থাকেন তাহলে ইসরাইলি ভূমিদস্যু সন্ত্রাসী বর্বর গ্রুপটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। কারণ তাদেরকে সেনাবাহিনী বলা হলে আপনাদের গায়ে কলঙ্ক লেপন করা হবে। যা প্রমাণ করে বিশ্ব সামরিক জানতারাও সন্ত্রাসী তাই ইসরাইলকে কঠিন প্রতিরোধ ও নিষিদ্ধ করুন এবং ইসরাইলকে রাষ্ট্র বলা থেকে বিরত থাকুন, বিরত করুন কারণ তারা স্পষ্ট ভূমিদস্য।

বিশ্ব প্রচার মিডিয়ার প্রতি আহ্বানঃ

সংযত হন! ইসরাইলকে রাষ্ট্রের পরিবর্তে ভূমিদস্যু, জবরদখলকারী, সন্ত্রাসী গ্রুপ বলুন! আর সেনাবাহিনীর পরিবর্তে সন্ত্রাসী দখলদার বাহিনী শব্দ ব্যবহার করবেন। কলম দ্বারা জায়ানিস্টদের পক্ষে লিখবেননা কারণ তারা যুদ্ধের সকল নিষেধাজ্ঞা সীমালংঘন করেছে । আপনারা তাদের পক্ষে লিখলে মাজলুমদের পক্ষ থেকে আপনাদের অনৈতিকতার জবাব জীবন দিয়ে পূরণ করতে হবে। মনে রাখবেন ফিলিস্তিনি মজলুমদের পক্ষে বনি আদম সম্প্রদায়ের স্রষ্টাই যথেষ্ট।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

পরিবেশনায়ঃ

আন-নূর মিডিয়া